কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ছাগলনাইয়া(ফেনী) থানার মামলা নং-০৩, তাং- ০৪/১০/২০০৪ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ নিজামুল ইসলাম মজুমদার, পিতা-আব্দুস ছালাম মজুমদার, সাং-মধ্যম মটুয়া, পোঃ ও থানা-ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	এস,এস,সি পরীক্ষার জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ নিজামুল ইসলাম মজুমদার, ছাগলনাইয়া পাইলট হাইস্কুল হতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৭ সনে এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হওয়া সত্বেও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন করেন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ১৯৯৭ সনে ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে যাচাই করে জাল প্রমানিত হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাতিল করেন। জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল(ঢাকা) থানার মামলা নং-৩৯, তাং- ০৯/০৮/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ মইদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র অফিসার, ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগ, অগ্রনী ব্যাংক, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; (২) শেখ নুরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগ, অগ্রনী ব্যাংক, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; (৩) জনাব নাজমুল হক (পুটু), গ্রাম-রঘুনাথপুর, থানা-ধুনট, জেলা-বগুড়া।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকের ৮,৬৩,৫৮৯/- টাকার আর্থিক ক্ষতিসাধন।
তদন্তের ফলাফল	:	কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই না করে অগ্রনী ব্যাংক, পুরানা পল্টন শাখার ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগের ডিলিং অফিসার আসামী মোঃ মইদুল ইসলাম ও ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগের ব্যবস্থাপক শেখ নুরুজ্জামান অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ৩৫% মার্জিনে ৩৯৮৫০ মার্কিন ডলার মূল্যের এলসি খোলার প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক উভয়ে স্বাক্ষর করে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। শাখা প্রধান তাদের প্রস্তাব মোতাবেক এলসি খোলার বিষয়টি অনুমোদন করেন। ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট এলসি'র বিপরীতে পন্যের শিপিং ডকুমেন্টস পাঠালে অগ্রণী ব্যাংক, শিপিং ডকুমেন্টস পেয়ে সরবরাহকারীকে ৩৯৮৫০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করে ডকুমেন্টস ছাড় করানোর জন্য একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও আমদানীকারক ডকুমেন্টস ছাড় করা থেকে বিরত থাকে। আমদানীকৃত পন্যের মূল্য মাত্র ৯৭,৫০০/-টাকা। যার কারণে আমদানীকৃত পন্য ছাড় করা হয়নি। আমদানীকারক ব্যাংকে মোট ৯,৩৯,৬৬৩/-টাকা জমা করেন এবং অবশিষ্ট (১৮,০৩,২৫২ - ৯,৩৯,৬৬৩)=৮,৬৩,৫৮৯/-টাকা আত্মসাত করে। তদন্তে পরস্পর যোগসাজশে আত্মসাতের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

-

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সুধারাম(নোয়াখালী) থানার মামলা নং-২৯, তাং- ২২/০১/১৯৯৮ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রাক্তণ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী (২) জনাব খলিফা হারুন অর রশিদ, প্রাক্তণ স্টোর কীপার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নোয়াখালী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ১,৬১,২৩০/-টাকা ভূয়া সংস্থার নামে বরাদ্দ দেখিয়ে আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ধৃত্ত পাঠ্যবই যাহার মূল্য ১,৬১,২৩০/-টাকা ভূয়া সংস্থার নামে বরাদ্দ দেখিয়ে খোলা বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় আসামী জনাব খলিফা হারুন অর রশিদ এর বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল এবং অপর আসামী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মৃত্যুবরন করায় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন । তবে আসামী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মৃত্যুবরন করায় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত রিপোর্ট(এফ,আর,টি)

-

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	শ্রীমঙ্গল(মৌলভীবাজার) থানার মামলা নং-২১, তাং- ২৯/১১/১৯৯৯ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব অমলেন্দু দেব রায়, প্রাক্তন কৃষি ক্লার্ক, সোনালী ব্যাংক, সাতগাঁও শাখা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার; (২) জনাব রনজিত কুমার দেব, প্রাক্তণ ইউপি চেয়ারম্যান, সাতগাঁও ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার; (৩) জনাব সৈয়দ আহমেদ, প্রাক্তণ ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, সাতগাঁও শাখা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ভূয়া ঋণ গ্রহীতার নামে ৩০,৫৬০/-টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ ০৫জন ভূয়া ঋণ গ্রহীতার নামে মোট ৩০,৫৬০/-টাকা আত্মসাত করেছেন। অভিযুক্তরা ভূয়া ব্যক্তিদের নামে উত্তোলিত ৩০,৫৬০/-টাকার বিপরীতে ৭২,৩৩০/-টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট সুদের টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মওকুফ করেছে যা তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট(এফআরটি) দাখিলের সিদ্ধান্ত ।

<u>**কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট**</u>

•

ক্রমিক নং	:	০৫
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ছাগলনাইয়া(ফেনী) থানার মামলা নং-০২, তাং- ০৪/১০/২০০৪ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন, পিতা-আব্দুল গফুর, সাং-বাঁশপাড়া, পোঃ ও থানা-ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন করেন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন ছাড়লনাইয়া পাইলট হাইস্কুল হতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৭ সনে এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে অকৃতকার্য হওয়া সত্বেও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন করেন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ১৯৯৭ সনে ছাগলনাইয়া সরকারী কলেজ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন । জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০৬
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	পরশুরাম(ফেনী) থানার মামলা নং-০১, তাং- ০৪/১০/২০০৪ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব নুর মোহাম্মদ, পিতামৃত-মফিজুর রহমান, সাং-রতনপুর, পোঃ দুর্গাপুর থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	এস,এস,সি পাশের জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব নুর মোহাম্মদ ১৯৯৭ সনে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা সত্বেও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন করেন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ১৯৯৭ সনে পরশুরাম সরকারী কলেজ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন। ব্যবহৃত মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র শিক্ষাবোর্ড থেকে যাচাই করে জাল প্রমাণিত হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাতিল করেন। জাল মার্কসীট ও প্রশংসাপত্র সৃজন এবং তা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০৭
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নরসিংদী (সদর) থানার মামলা নং-৪০, তাং- ৩০/১০/২০০৩ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	১। জনাব মোঃ আব্দুল কাদির ভূইয়া, সাবেক ইউপি সদস্য, থানা ও জেলা-নরসিংদী । ২। জনাব মোঃ জাকির হোসেন ভূইয়া, প্রকল্প সচিব, থানা ও জেলা-নরসিংদী । ৩। জনাব মোঃ কবির হোসেন, সার্ভেয়ার, উপজেলা উপপ্রকৌশলীর কার্যালয়, নরসিংদী সদর ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন পাইকারচর ইউনিয়নের বালাপুর বাজার হতে গোপালদী বাজার পর্যন্ত রাস্তা কাম বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের ৬৭,৪৭৩/-টাকা আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ ২০০০-০১ অর্থ বৎসরে নরসিংদী জেলার পাইকারচর ইউনিয়নের বালাপুর বাজার হতে গোপালদী বাজার পর্যন্ত রাস্তা কাম বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের পরস্পর যোগসাজশে ২৯% কম কাজ করে ৩৪,৯৬০/-টাকা মূল্যের সরকারি গম এবং নগদ ৩২,৭৮৩/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০৮
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	বেগমগঞ্জ(নোয়াখালী) থানার মামলা নং-৩১, তাং- ২৯/১২/২০১০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব জালাল উদ্দিন আহাম্মদ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী অফিসার (ক্যাশিয়ার), বায়রা লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে ২,১০,৫৯৬/-টাকা আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ১৪জন গ্রাহকের নিকট হতে পি আর নম্বরের বিপরীতে বীমার প্রিমিয়ার বাবদ ২,৫১,৮৮৭/-টাকা আদায় করেন। উক্ত টাকার মধ্যে ১৬,৩২৪/-টাকা কোম্পানীতে জমা করেন এবং ২৪,৯৬৭/-টাকার পি আর সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ২,১০,৫৯৬/-টাকা কোম্পানীতে জমা না দিয়ে প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

কমিশন কর্তৃক ০৩/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০৯
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সুধারাম (নোয়াখালী) থানার মামলা নং-৩০, তাং- ২২/০১/১৯৯৮ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	১। জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী (বর্তমানে মৃত)। ২। জনাব খলিফা হারুন অর রশিদ, প্রাক্তন স্টোর কিপার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নোয়াখালী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বৃত্ত পাঠ্যবই যাহার মূল্য ৯৯,০০০/-টাকা ভুয়া সংস্থার নামে বরাদ্দ দেখিয়ে খোলা বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	নোয়াখালী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ১ম হতে ৫ম শ্রেণীর জন্য ১৯৯৪ সালের জন্য ৪০১৫০০টি বই বিনামূল্যে বিতরনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। বিতরনের পর ১৭১০০০টি বই উদ্বৃত্ত ছিল। উদ্বৃত্ত বই হতে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ২৯০০০ টি বই আসামী (১) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী (বর্তমানে মৃত) ও (২) জনাব খলিফা হারুন অর রশিদ, প্রাক্তন স্টোর কিপার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নোয়াখালী পরস্পর যোগসাজশে একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে বরাদ্দের নামে খোলা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে ৯৯,৭০০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন। তবে আসামী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী মৃত্যুবরন করায় তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।